বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৭-২০১৮

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

[ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সৌদি আরবে অবস্থিত হজ্জ অফিসসমূহের ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৭-২০১৮

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

[ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সৌদি আরবে অবস্থিত হজ্জ অফিসসমূহের ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

<u>সূচিপত্র</u>

বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ	
প্রথম অধ্যায়	
অডিট বিষয়ক তথ্য	০২
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৩
অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	০৩
অডিটের সুপারিশ	০৩
অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
অনুচ্ছেদ নম্বর (০১ থেকে ০৬)	০৬-১৩
মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৩

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন সৌদি আরবে অবস্থিত হজ্জ অফিসসমূহের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্টগণের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যে।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৬ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

তারিখঃ ১৬ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	Compliance (কমপ্লায়েন্স) অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী	ঃ	মহাপরিচালক, দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা;
- আর্থিক অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা;
- সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করা এবং
- প্রাপ্ত আয় নির্দিষ্ট হিসাব ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়মত সরকারি কোষাগারে জমা করা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা;
- আদায়যোগ্য অর্থ আদায় না করা;
- অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের জারিকৃত আদেশ, বিধি-বিধান, পরিপত্র অনুসরণ না করা;
- বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ পরিশোধ করা;
- শিক্ষা ভাতা সংক্রান্ত আদেশ পরিপালন না করা;
- অনিয়মের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের সুপারিশ অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক;
- বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আদেশ, নীতিমালা প্রতিপালন নিশ্চিত করা প্রয়োজন;
- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক;
- অনিয়মের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক;
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ আবশ্যক;
- ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন হজ্জ দলের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া হজ্জ অফিস, জেদ্দার বাজেট হতে নির্বাহ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২,৪৫,৯৭,৮৮৮	০৬-০৭
২.	বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাতায়াত বাবদ বাস ভাড়া ও হোটেল ভাড়া প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,৫৫,৬৩,৫২০	৮
৩.	২১ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৪,৮২,৮১২	৯
৪.	২৩ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১২,৯২,৫৬৩	১০
৫.	অনিয়মিতভাবে হোটেল ভাড়া পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫,২২,২০৮	১১
৬.	অনিয়মিতভাবে দৈনিক ভাতা (ডিএ) গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৪,৯২,২০৩	১২-১৩
সর্বমোট জড়িত টাকা **কথায়- (চার কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ একান্ন হাজার একশত চুরানব্বই)**		**৪,৪৯,৫১,১৯৪**	

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১ঃ

শিরোনাম ঃ **বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন হজ্জ দলের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া হজ্জ অফিস, জেদ্দার বাজেট হতে নির্বাহ করায় মাঃডঃ ৩,১৬,২৯৮ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ১১,৮৭,৭৩০ সমপরিমাণ টাকা ২,৪৫,৯৭,৮৮৮ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশ হতে আগত নিম্নবর্ণিত হজ্জ প্রশাসনিক দল, হজ্জ প্রশাসনিক দলের সহায়তাকারী দল, হজ্জ চিকিৎসা দল, ব্রাদার/নার্স দল, ফার্মাসিষ্ট দল এবং তাদের সহায়ক দলের সৌদি আরবে অভ্যন্তরীণ যাতায়াত বাবদ অর্থ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দা কর্তৃক বহন করা হয়।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০), তারিখঃ ৯-১০-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক বাংলাদেশ হতে আগত প্রত্যেক দলের সদস্যকে ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক দৈনিক ভিত্তিতে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ভ্রমনকারীর আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য খরচাদি যেমন-বকশিস, Taxi ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য ধর্ম মন্ত্রণালয় এর অফিস আদেশে বাংলাদেশ হতে আগত হজ্জ দলের প্রত্যেক সদস্যের কর্মস্থল দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় সরকারি কাজে তাদের ভ্রমন করার প্রয়োজন নেই। তাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে কেউ ভ্রমন করলে তার যাতায়াত খরচ সংশ্লিষ্টকেই বহন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হতে আগত হজ্জ প্রতিনিধি দলের সদস্য কর্তৃক সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণ করা সত্বেও তাদের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচের বিপুল ব্যয় বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা কর্তৃক বহন করায় অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট আদেশ মোতাবেক অনিয়মিত হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করায় উক্ত অনিয়ম সঙ্ঘটিত হয়েছে।

অনিয়মিতভাবে গৃহীত অর্থের বিবরণ নিম্নরূপ

ক্র.নং	প্রতিনিধি দলের নাম	সদস্য সংখ্যা		বাস ভাড়ার পরিমান (সৌঃরিঃ) ও তারিখ		মন্তব্য	
		২০১৫	২০১৬	২০১৫	২০১৬	২০১৫	২০১৬
১	হজ্জ প্রশাসনিক দল	৩৫	৪৮	১২৮০ ৩০.০৭.১৫	২৫০০ ১৮.০৮.১৬	বাস ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি	প্রশাসনিক ও চিকিৎসা দলের মক্কা-মদিনা গমন
২	হজ্জ প্রশাসনিক দলের সহায়তাকারী দল	০৯	১১	৪,৮০,০০০ ১১.০৯.১৫	২৭০০ ১০.০৯.১৬	হজ্জদলসমূহের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা ১১টি বাসে ভ্রমন বাবদ	হজ্জদলসমূহের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা বাসে ভ্রমন বাবদ
৩	চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, নার্স/ব্রাদার এবং সহায়তাকারী দল	২২৭	২৯২	১,৬০,০০০ ২০.০৯.১৫	৪,১২,০০০ ১৬.০৯.১৬	হজ্জদলসমূহের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা বাসে ভ্রমন বাবদ	হজ্জদলসমূহের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা বাসে ভ্রমন বাবদ
৪	চিকিৎসা দলের সহায়তাকারী দল	--	১০২	৪২,৩০০ ২৯.১০.১৫	৩০,৯৫০ ০৫.১০.১৬	বিভিন্ন হজ্জ দলসমূহের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	বিভিন্ন হজ্জ দলসমূহের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত
	মোট =			৪৪,৮৫০ ২২.১১.১৫	১১,১৫০ ১৫.১১.১৬	ঐ	প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল দলের মক্কা-মদীনা যাতায়াত
			উপ-মোট =	৭,২৮,৪৩০	৪,৫৯,৩০০		
			সর্বমোট =	**১১,৮৭,৭৩০**			

অনিয়মের কারণঃ বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন হজ্জ দলের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া হজ্জ অফিস, জেদ্দার বাজেট হতে নির্বাহ করায় এ অনিয়ম হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ হজ্জের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত প্রশাসনিক টিম, মেডিকেল টিম, কারিগরি ও আইটি এবং মেডিকেল সহায়তাকারী দলের সদস্যদের ও সৌদি আরবে স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত হজ্জকর্মীগণ কর্তৃক হাজীদের দায়িত্ব পালনার্থে মিনা, আরাফা, মুযদালিফায় যাতায়াতের জন্য ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ খাতে বাজেট বরাদ্দ দিয়ে আসছে। দূতাবাস বা কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এ সময়ে হাজীদের জন্য মিনা, মুযদালিফা, আরাফায় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মূলত হাজীদের সেবার স্বার্থে বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন টিমের সদস্যদের ও দূতাবাস এবং কনস্যুলেটর, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, হজ্জ কর্মীদের দায়িত্বপালনের জন্য বাস ভাড়া করা হয়। কারোও ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাস ভাড়া করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণ করে বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন হজ্জ দলের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া হজ্জ অফিস, জেদ্দার তহবিল হতে নির্বাহ করায় জবাব আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ২,৪৫,৯৭,৮৮৮/-(দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত আটাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়া ভবিষ্যতে এ ধরণের খরচ পরিহার করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মিশনে নির্দেশনা জারি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২ঃ

শিরোনাম ঃ **বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাতায়াত বাবদ বাস ভাড়া ও হোটেল ভাড়া প্রদান করায় মাঃডঃ ১,৯৭,৩৩৭ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ৭,৪১,১২০ সমপরিমাণ টাকা ১,৫৫,৬৩,৫২০ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ হতে ১৫২ জন এবং কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা কার্যালয় হতে ৭১ জন সহ মোট ২২৩ জন হজ্জ পালন করেছেন।

- ২২৩ জনের মধ্যে কর্মকর্তা, কর্মচারী, তাদের স্পাউজ ও সন্তানগণ, গৃহভৃত্য এবং মেহমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২২৩ জনের জন্য মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাওয়ার জন্য বাস ভাড়া বাবদ সৌঃরিঃ ১৪০,০০০ এবং মিনায় প্রশাসনিক তাবুতে জায়গা না হওয়ায় জামারার নিকটবর্তী আজিজিয়া এলাকায় জন প্রতি সৌঃ রিঃ ৯২০ হিসেবে হোটেল ভাড়া করায় সর্বমোট (২২৩ × ৯২০)= সৌঃরিঃ ২,০৫,১৬০ ব্যয় করা হয়েছে। অনুরুপভাবে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস ভাড়া বাবদ সৌঃ রিঃ ২,০০,০০০ এবং আজিজিয়া এলাকায় ২১৩ জনের হোটেল ভাড়া বাবদ (২১৩× ৯২০) = সৌঃ রিঃ ১,৯৫,৯৬০ ব্যয় করা হয়। ফলে, উক্ত দুই অর্থ বছরে সর্বমোট (১,৪০,০০০ + ২,০৫,১৬০ + ২,০০,০০০ + ১,৯৫,৯৬০)= সৌঃরিঃ ৭,৪১,১২০ ব্যয় করা হয়।
- ধর্ম মন্ত্রণালয় হতে আগত হজ্জ প্রশাসনিক দল, হজ্জ চিকিৎসক দলসহ সকল সদস্যের নিকট হতে তাদের প্রাপ্য সর্বসাকুল্য ভাতা হতে হোটেল ভাড়া/তাবু ভাড়া বাবদ প্রতিদিনের জন্য ২৫ মাঃ ডঃ অর্থ কর্তন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ এবং কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা হতে যোগদানকৃত কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন অর্থই কর্তন করা হয়নি।
- এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ ও কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা কার্যালয় হতে হজ্জে যোগদানকৃত সকলের নিকট হতে শিরোনামে বর্ণিত অর্থ আনুপাতিকহারে আদায় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাতায়াত বাবদ বাস ভাড়া ও হোটেল ভাড়া প্রদান করায় এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ হজ্জের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত প্রশাসনিক টিম, মেডিকেল টিম, কারিগরি ও আইটি এবং মেডিকেল সহায়তাকারী দলের সদস্যদের ও সৌদি আরবে স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত হজ্জকর্মীগণ কর্তৃক হাজীদের দায়িত্ব পালনার্থে মিনা, আরাফা, মুজদালিফায় যাতায়াতের জন্য ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ খাতে বাজেট বরাদ্দ দিয়ে আসছে এবং মিনায় প্রশাসনিক তাঁবুতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ না পাওয়ায় মিনার পার্শ্ববর্তী স্থান আজিজিয়ায় আলাদা হোটেল ভাড়া করে আবাসন ব্যবস্থা করা হয়, যা প্রতিবছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বাজেট বরাদ্দ করে আসছে। মূলত হাজীদের সেবার স্বার্থে বাংলাদেশ হতে আগত বিভিন্ন টীমের সদস্যদের ও দূতাবাস এবং কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং হজ্জ কর্মীদের মিনা, আরাফা, মুযদালিফায় দায়িত্ব পালনের জন্য বাস ভাড়া এবং আজিজিয়া হোটেল ভাড়া করা হয়। কারোও ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাস ভাড়া করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাতায়াত বাবদ বাস ভাড়া ও হোটেল ভাড়া প্রদান করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১,৫৫,৬৩,৫২০/-(এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৩ঃ

শিরোনাম ঃ **২১ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় মাঃডঃ ১৮,৯১৮ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ৭১,০৪৯ সমপরিমাণ টাকা ১৪,৮২,৮১২ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, কাউন্সিলর (হজ্জ), জেদ্দা তার জ্যেষ্ঠ কন্যা জনাব লামিয়া বিনতে মাকসুদ এর জন্য শিক্ষা ভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত **মা. ড.** ১৮,৯১৮ সমপরিমাণ ১৪,৮২,৮১২/- (চৌদ্দ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত বারো) টাকা অনিয়মিতভাবে গ্রহণ করেছেন।

- জনাব মাকসুদ এর জ্যেষ্ঠ কন্যা মালেশিয়ায় অবস্থিত Newcastle Medical University তে এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত এবং তার জন্ম তারিখ ১৭-০২-১৯৯৪ খ্রিঃ। সে হিসেবে ১৬-০২-২০১৫ খ্রি. তারিখে তার কণ্যার ২১ বছর পূর্ণ হয়। কিন্তু বিল নং-০৫, তারিখঃ ২০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এর মাধ্যমে ২০১৬ সালের জন্য কন্যার শিক্ষা ভাতা হিসেবে তিনি ৭১,০৪৯ সৌদি রিয়াল গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ১৮-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দায় যোগদান করেন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-৭/এম (৫৪)/অংশ-১/২০০২-২০০৫/১৯ মোতাবেক শিক্ষা ভাতা ২১ বছর পর্যন্ত প্রাপ্য। আর অর্থ বিভাগের সর্বশেষ ২৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ০৭.১৫২.০০০.১৯.০০.০০০(অংশ-৩) ২০০৫-১৮৪ মোতাবেক শিক্ষা ভাতা ২৩ বছর পর্যন্ত প্রাপ্য।
- জনাব মাকসুদ এর কন্যার জন্ম তারিখ ১৭-০২-১৯৯৪ খ্রিঃ; মোতাবেক ১৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তার কন্যার বয়স ২১ বছর পূর্ণ হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রথমোক্ত আদেশ মোতাবেক ১৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পর তিনি শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নন। এমতাবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ২১ বছরের পরের সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য না হওয়ায় জনাব মাকসুদ কর্তৃক ২০১৬ সনে কন্যার জন্য গৃহীত শিক্ষা ভাতা মাঃ ডঃ ১৮,৯১৮ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ৭১,০৪৯ সমপরিমাণ টাকা ১৪, ৮২,৮১২ আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে ২১ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় এ অনিয়ম সঙ্ঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ বিভাগের সর্বশেষ ২৪/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-০৭.১৫২.০০০.১৯.০০.০০০ (অংশ-৩) ২০০৫-১৮৪ এর আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিশনসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা প্রাপ্যতার বয়স সীমা ২১ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ বছর অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য হবেন। যেহেতু জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান বর্তমানে মিশনে কর্মরত আছেন এবং তার মেয়ের বয়স ২৩ বছরের কম ছিল বিধায় তিনি শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য হন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে হজ্জ অফিসে যোগদান করার পূর্বেই তার কন্যার বয়স ১৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২১ বছর পূর্ণ হওয়ায় ২১ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১৪,৮২,৮১২/-(চৌদ্দ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত বারো) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৪ঃ

শিরোনাম ঃ **২৩ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় মাঃডঃ ১৬,৩৮০ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ৬১,৫২৪ সমপরিমাণ টাকা ১২,৯২,৫৬৩ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, কাউন্সিলর (হজ্জ), জেদ্দা, তার জ্যেষ্ঠ কন্যা জনাব লামিয়া বিনতে মাকসুদ এর জন্য ২৩ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা হিসাবে শিরোনামে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করেছেন যা আদায়যোগ্য।

- অর্থ বিভাগের সর্বশেষ ২৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-০৭.১৫২.০০০.১৯.০০.০০০(অংশ-৩) ২০০৫-১৮৪ তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, শিক্ষা ভাতা প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ২৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে সন্তানের বয়স সীমা ২৩ বছর। তবে ২৩ বছর কিংবা স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত প্রাপ্য হবে।
- উল্লেখ্য যে, জনাব মাকসুদ তার জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য ২০১৭ সনের টিউশন ফি বাবদ ৬৬,০৪৮.২৮ সৌদি রিয়াল গ্রহণ করেন। জনাব মাকসুদ এর কন্যার জন্ম তারিখ ১৭/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখ অনুসারে ১৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২৩ বছর পূর্ণ হয়েছে বিধায় ১৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পর শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নয়। অর্থ বিভাগের আদেশ ২৪/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হওয়ায় তিনি তার কন্যা জনাব লামিয়ার জন্য ২৪/০১/২০১৭ হতে ১৭/০২/২০১৭ পর্যন্ত ২৫ দিনের শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য। এমতাবস্থায়, জনাব মাকসুদ ২০১৭ সনে তার কন্যার শিক্ষা ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ হল (৬৬,০৪৮÷৩৬৫)×২৫= ৪৫২৪ সৌদি রিয়াল। কিন্তু তিনি পুরো বছরের জন্য টিউশন ফি বাবদ ৬৬,০৪৮.২৮ সৌদি রিয়াল গ্রহণ করেছেন। ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (৬৬,০৪৮−৪৫২৪)=৬১,৫২৪ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ মাঃডঃ ১৬,৩৮০ সমপরিমাণ ১২,৯২,৫৬৩/- (বার লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত তেষট্টি) টাকা যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণঃ ২৩ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ জনাব মাকসুদুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ কন্যা মালয়েশিয়ায় অবস্থিত Newcastle Medical University তে এমবিবিএস এ ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, জানুয়ারি ২০১৭ এর প্রথমেই শিক্ষা ভাতা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেহেতু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের নির্দেশ যথাযথ পালন না করলে অধ্যয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জানুয়ারি মাসে শিক্ষা ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ২৩ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শিক্ষা ভাতা পরিশোধ হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কন্যার বয়স ১৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২৩ বছর পূর্ণ হওয়ায় ২৩ বছরের পরবর্তী সময়ের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১২,৯২,৫৬৩/- (বার লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত তেষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৫ঃ

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে হোটেল ভাড়া পরিশোধ করায় মাঃডঃ ৬,৬৫৯ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ২৫,০১০ সমপরিমাণ টাকা ৫,২২,২০৮ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয় গত ২৭-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকির নিমিত্ত সৌদি আরবে অবস্থান করেন। উক্ত সময়ের জন্য মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয়কে সর্বসাকুল্য ভাতা হিসেবে দৈনিক ৩২৮ মাঃ ডঃ প্রদান করা হয়। মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয় ১৬-০৯-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট তিন দিন মদিনায় অবস্থিত Dar Al Hijra Inter Continental হোটেলে অবস্থান করেন। উক্ত ৩ দিনের জন্য বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দা কর্তৃক সৌঃ রিঃ ২৫,৬২৫ হোটেল কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়।

- হজ্জ প্রতিনিধি দল এবং তাদের সফর সঙ্গীদের জন্য মদিনাস্থ মসজিদে নববীর নিকটবর্তী সেন্ট্রাল এরিয়ায় মোবারক সিলভার হোটেলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিট সৌদি রিয়াল ৮৩,৮৫০ দিয়ে ভাড়া করা হয়। মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয় মোবারক সিলভার হোটেলে অবস্থান না করে উক্ত তিন দিন Dar Al Hijra Inter Continental হোটেলে অবস্থান করেন। ফলে একই সাথে মোবারক সিলভার হোটেল ও Inter Continental হোটেলের ভাড়া প্রদান করতে হয়েছে।
- মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয় এর নিকট হতে মক্কা, মদিনা ও মিনায় বাড়ি ভাড়া ও তাবু ভাড়া হিসেবে প্রতিদিনের জন্য মাঃ ডঃ ৫৪.৫৬ সমপরিমাণ সৌঃ রিঃ ২০৫ কর্তন করে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয়ের মদিনায় ৩ দিনের অবস্থানের জন্য কর্তন করা হয়েছে সৌঃ রিঃ ২০৫ × ৩=৬১৫। অপরদিকে, উক্ত তিন দিনের জন্য হোটেল ভাড়া প্রদান করা হয়েছে সৌঃ রিঃ ২৫,৬২৫। ফলে, অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে সৌঃরিঃ (২৫,৬২৫-৬১৫)= ২৫,০১০ সমপরিমাণ মাঃডঃ ৬,৬৫৯ সমপরিমাণ টাকা ৫,২২,২০৮।
- আলোচ্য অর্থ যেহেতু বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দা কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে সেহেতু উক্ত অর্থ কাউন্সিলর (হজ্জ) এর নিকট হতে আদায়যোগ্য। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং- ০৭.১৫২.০৯৯.০০.০০১.২০০৪-৩৫ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দা কর্তৃক অর্থ পরিশোধ করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ অনিয়মিতভাবে হোটেল ভাড়া পরিশোধ করায় এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ এ আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, হজ্জ প্রতিনিধিদল এবং তার সফরসঙ্গীদের জন্য ভাড়াকৃত সেন্ট্রাল এরিয়ার মোবারক সিলভার হোটেলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিট না থাকায় মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য Dar Al Hijra Inter Continental হোটেল ভাড়া করা হয়। যেহেতু হজ্জ মৌসুমে হোটেল ভাড়া অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিক হারে ভাড়া বৃদ্ধি হয়ে থাকে, সেহেতু মিশন কোন উপায়ন্ত না পেয়ে মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য Dar Al Hijra Inter Continental হোটেলটি ভাড়া করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্ব থেকেই মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য মোবারক সিলভার হোটেলে কক্ষ বুকিং করা ছিল। অনিয়মিতভাবে হোটেল ভাড়া পরিশোধ করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (হজ্জ) এর নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ৫,২২,২০৮/-(পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত আট) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টর নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৬ঃ

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে দৈনিক ভাতা (ডিএ) গ্রহণ করায় মাঃডঃ ১৯,০৯৫ সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল ৭১,৭২২ সমপরিমাণ টাকা ১৪,৯২,২০৩ আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হজ্জ্ব অফিস, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরব কার্যালয়ের জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, নিম্নবর্ণিত ৬ জন প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তাকে তিন মাসের জন্য হজ্জ্ব অফিসসমূহে নিয়োগ দেয়া হয়।

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ২৫-০৮-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৫-১০-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, মিনা ও তায়েফ ভ্রমণ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শিরোনামে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করেন যা আদায়যোগ্য। এ সকল ভ্রমনের সমর্থনে ধর্ম মন্ত্রণালয় কিংবা কাউন্সিলর (হজ্জ্ব) অফিস কর্তৃক কোন অফিস আদেশ জারি করা হয়নি। এমনকি উক্ত ভ্রমন সমূহ সমাপনান্তে কোন প্রতিবেদনও উপস্থাপন করা হয়নি।
- উল্লেখ্য যে, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং হঃ শাঃ/১-১২/২০১২/১২০৫ মোতাবেক সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ হজ্জ্ব অফিসে তিন মাস মেয়াদে প্রেষণে নিয়োগ দান করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে তাদের কর্মস্থল উল্লেখ করা হয়। তারা সৌদি আরবে হজ্জ্ব ও তৎসংক্রান্ত সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলর (হজ্জ্ব), জেদ্দা এর অধীন সরাসরি দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রঃ নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	কর্মকালীন সময়	যে অঞ্চলের ভ্রমণ ভাতা	অনিয়মিতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।
১।	জনাব হাসান জাহাঙ্গীর আলম, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, মক্কা-আল-মুকাররমা	২৮/০৮/২০১৫ হতে ০৫/১১/২০১৫	মক্কা, মদিনা জেদ্দা, তায়েফ	সৌঃরিঃ ১৭২৮২ মাঃডঃ ৪,৬০২ টাকা ৩,৫৮,০৭২
২।	জনাব মীর মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, মদিনা-আল-মুনাওয়ারা	২৬/০৮/২০১৫ হতে ০৫/১১/২০১৫	মক্কা, মদিনা, জেদ্দা	সৌঃরিঃ ৭৩৭৩ মাঃডঃ ১,৯৬৩ টাকা ১,৫২,৭৫৯
৩।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, জেদ্দা	২২/০৮/২০১৫ হতে ০৫/১১/২০১৫	মক্কা, মিনা, জেদ্দা	সৌঃরিঃ ৮৮৯১ মাঃডঃ ২,৩৬৭ টাকা ১,৮৪,২১০
৪।	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান খান, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, মদিনা-আল-মুনাওয়ারা	১০/০৮/২০১৬ হতে ২৫/১০/২০১৬	মক্কা, মদিনা, জেদ্দা	সৌঃরিঃ ১৩,৮৮২ মাঃডঃ ৩,৬৯৬ টাকা ২,৮৯,৮৭৭
৫।	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, মক্কা-আল-মুকাররমা	১০/০৮/২০১৬ হতে ২৫/১০/২০১৬	মক্কা, মদিনা, জেদ্দা	সৌঃরিঃ ৯,৯৭৮ মাঃডঃ ২,৬৫৬ টাকা ২,০৮,৩৪৯
৬।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, প্রাক্তন সহকারী হজ্জ্ব কর্মকর্তা, জেদ্দা	১৪/০৮/২০১৬ হতে ২৫/১০/২০১৬	মক্কা, মদিনা	সৌঃরিঃ ১৪,৩১৬ মাঃডঃ ৩,৮১১ টাকা ২,৯৮,৯৩৬
			মোট =	সৌঃরিঃ ৭১,৭২২ মাঃডঃ ১৯,০৯৫ টাকা ১৪,৯২,২০৩

অনিয়মের কারণঃ বাংলাদেশ হজ্জ্ব অফিসে কর্মরত কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কোন ধরণের সরকারি আদেশ ব্যতীত ভ্রমণ দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় উক্ত অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ	বাংলাদেশ হজ্জ্ব অফিসে কর্মরত কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কোন ধরণের সরকারি আদেশ ব্যতীত ভ্রমণ দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় উক্ত অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জবাবের অনুলিপি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ হজ্জ্ব অফিস, জেদ্দার জবাব প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠান থেকে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অনিয়মিতভাবে দৈনিক ভাতা (ডিএ) গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১৪,৯২,২০৩/- (চৌদ্দ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত তিন) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

৮/৪/২০১৯

(আবুল কালাম)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা
তারিখ ঃ ০৬/০৪/২০১৯ খ্রিঃ

বাঃসঃমুঃ-২০১৮-১৯/৮০৮৩কম/এ-৭০০বই—২০১৯।